গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ২৬ সংখ্যা | ১১ - ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

কেন্দ্রীয় বাজেট-২০২২

একচেটিয়া মালিকদের লোভ মেটাতে জনগণকে প্রতারণা

১ ফেব্রুয়ারি ২০২২-এর কেন্দ্রীয় বাজেট সম্পর্কে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ওই দিনই এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, বিপুল বেকারত্ব ও ছাঁটাই, আয় কমে যাওয়া এবং যথাযথ চিকিৎসা, শিক্ষা ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ার সমস্যাগুলিতে জনজীবন জর্জরিত। দু'বছর ধরে চলা করোনা অতিমারি এই পরিস্থিতিকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। অথচ এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে এই বিষয়গুলির কোনওটিই কার্যত স্থান পায়নি। দ্রুত গতিতে নিঃস্ব হতে থাকা জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তাঁদের হাতে সরাসরি টাকা তুলে দেওয়া বা এই ধরনের নিশ্চিত আয়ের কোনও প্রকল্পের প্রস্তাব এই বাজেটে দেখা যায়নি। তার বদলে অর্থনীতির একটানা উন্নতির জন্য সরকার কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে, তা বোঝাতে অর্থমন্ত্রী বহু বাগাড়ম্বর করেছেন। আগামী দিনে সার্বিক ডিজিটাইজেশনের আওতায় অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রকে আনার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে তথাকথিত 'সর্বাঙ্গীণ বিকাশ'-এর তত্ত্বের মতো পুরনো কথার চর্বিতচর্বণ করেছেন। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের জন্য অসংখ্য

দুয়ের পাতায় দেখুন

এই নাকি কৃষকমুখী বাজেট !

স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষপূর্তি উৎসবের সরকারি নাম 'অমৃত মহোৎসব', আর এখন থেকে স্বাধীনতার শতবর্ষপূর্তির সময় পর্যন্ত আগামী ২৫ বছর হল 'অমৃত-কাল'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এই অমৃতকাল-এর প্রথম বাজেটে তাঁর অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ চাষিদের উদ্দেশ্যে শুধু অমৃতবাণীই বিতরণ করলেন। গোল গোল শব্দের ফাঁকা আওয়াজের আড়ালে তিনি শিল্পপতি ও কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের জন্য চাষিকে লুট করার রাস্তা আরও প্রশস্ত করে দিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কৃষকদের উন্নতি ও গ্রামের উন্নয়নের জন্যই নাকি এই বাজেটে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। বাজেটে তিনি রেকর্ড পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলা হলেও কী ভাবে সেই উৎপাদন বাড়বে তার হদিস বাজেটের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে যখন চাষি ফসল বিক্রি করে দেবে, তারপর থেকে সেই ফসল উপভোক্তার কাছে পৌঁছানোর নানা স্তর পর্যন্ত যাতে ব্যবসায়ী পুঁজিপতিরা লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা রয়েছে এই বাজেটের ছত্রে ছত্রে। বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, এবছরটি 'ইন্টারন্যাশনাল মিলেটস ইয়ার' হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে। মিলেট এর অর্থ হল ক্ষুদ্র দানার খাদ্যশস্য—জোয়ার, বাজরা, রাগি প্রভৃতি। এগুলি এত দিন সাধারণত গরিবের খাদ্য হিসাবে পরিচিত ছিল। কিন্তু এইসব ক্ষুদ্র দানাশস্যের পুষ্টিগুণ চাল ও গমের চাইতে বেশি হওয়ায় বর্তমানে বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি এই সমস্ত ফসল প্রসেসিং করে, বাহারি লেবেল সেঁটে,

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৩১ জানুয়ারি

নানা ব্র্যান্ড নাম দিয়ে বিক্রির ব্যবস্থা করছে। প্যাকেটে আকর্ষণীয় খাদ্যগুণ উল্লেখ করে দামটাও তেমন আদায় করছে। এই কর্পোরেট

দুয়ের পাতায় দেখুন

সরকারি শিক্ষাকে রুগ্ন করতেই 'পাড়ায় শিক্ষা'

রাজ্য সরকার অষ্টম শ্রেণির নিচের ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'পাড়ায় শিক্ষালয়' প্রকল্প ঘোষণা করেছে। একে কেউ বলছেন 'হাস্যকর', কেউ বলছেন 'প্রহসন', কেউ বলছেন 'দুয়ারে সরকারের মতো চটকদারি'। অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি এর মধ্যে বড় বিপদের আশঙ্কা করছে।

'পাড়ায় শিক্ষালয়' প্রকল্প ঘোষণা করে শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, রাজ্যে ৫০ হাজারের বেশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৫ হাজার ৫৯৯টি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র, ১ লক্ষ ৮৪ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক, ২১ হাজার প্যারাটিচার, ৩৮ হাজার সহায়ক-সহায়িকা রয়েছে। যদি সত্যিই এই পরিকাঠামো থেকে থাকে তা হলে তাকে বসিয়ে রেখে খোলা মাঠে শিক্ষার কথা বলছেন কেন?

বৃষ্টি হলে, রোদ চড়া হলে, ঝড় এলে কোথায় যাবে ছাত্ররা? খোলা পরিবেশে ছাত্রছাত্রীরা মনঃসংযোগই বা করবে কী করে? ক্লাস করাতে চাইলে খোলা মাঠে ক্লাসের সব পরিকাঠামো নতুন করে আনতে হবে। এর জন্য বিপুল খরচ হবে। স্কুল বন্ধ রেখে এই প্রহসনের প্রয়োজন কী?

আরও গুরুতর প্রশ্ন হল, প্রাক প্রাথমিক (পিপি) থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাসের কী হবে? এটাই তো ভিত্তি নির্মাণের অন্যতম স্তর। সরকার সংক্রমণের দোহাই দিয়ে ক্লাস বন্ধ রেখে শিক্ষার ভিত্তি ধসিয়ে দিচ্ছে। উদ্দেশ্য— সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে বেসরকারি অনলাইন শিক্ষা ব্যবসার বিরাট বাজার তৈরি করে দেওয়া। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এবং এবারের কেন্দ্রীয় শিক্ষা বাজেটে এই অনলাইন শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হয়েছে।

চারের পাতায় দেখুন

'পাড়ায় নয়, স্কুলেই পড়তে চাই' দাবি উঠল বিশাল মিছিলে

প্রথম শ্রেণি থেকেই ক্লাসরুম শিক্ষার দাবিতে ৭ ফেব্রুয়ারি এআইডিএসও এবং এআইএমএসএসের নেতৃত্বে এক বিশাল মিছিল শিয়ালদহ স্টেশনে শুরু হয়ে কলেজ স্ট্রিটে বিক্ষোভ দেখায়। 'পাড়ায় নয়, স্কুলেই পড়তে চাই' প্ল্যাকার্ড নিয়ে শিশু-কিশোররাও অভিভাবকদের সাথে মিছিলে যোগ দেয়। ইতিমধ্যে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকদের আন্দোলনের চাপে সরকার অষ্টম শ্রেণি থেকে স্কুল খুলতে বাধ্য হলেও তার নিচের শ্রেণিগুলির জন্য 'পাড়ায় শিক্ষালয়' নামে এক অদ্ভুত ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করে। অভিভাবক এবং শিক্ষকরা এর প্রবল বিরোধিতা করেন। তাঁদের কথাই এদিন উঠে আসে বিভিন্ন বক্তা এবং ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্যে। বক্তব্য রাখেন এআইএমএসএস রাজ্য সম্পাদক কমরেড কল্পনা দত্ত এবং এআইডিএসও রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

এই নাকি কৃষকমুখী বাজেট !

একের পাতার পর

কোম্পানিদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, ফসল কাটার পর মিলেটের মূল্যমান বাড়ানো, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে খাদ্য হিসেবে এর ব্যবহার বৃদ্ধি ও ব্র্যান্ডিংয়ে সাহায্য করা হবে। সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, কৃষক নয়, প্রসেসিং ও ব্র্যান্ডিং কোম্পানিগুলিকে সাহায্য করাই অর্থমন্ত্রীর আসল উদ্দেশ্য। এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অপর ঘোষণাটি হল, কৃষি ও গ্রামীণ শিল্প উদ্যোগের ব্যবসায় স্টার্ট-আপ সংস্থাগুলিকে সরকার সাহায্য করবে। এই কর্মসূচিতে অর্থের জোগান দেওয়ার জন্য 'ব্লেন্ডেড ক্যাপিটাল'-এর কথা উল্লেখ করে, সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি পুঁজিকেও বিনিয়োগের দরজা খুলে দেওয়া হচ্ছে। এখানেও চাষিকে সাহায্য নয়, কৃষিপণ্যের বৃহৎ ব্যবসায়ীদের জন্যই যত সরকারি সাহায্য ও সহযোগিতার আয়োজন।

এরই সাথে এমএসএমই অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে সরকারের অংশীদার করে কৃষকদের প্রাকৃতিক চাষে সাহায্য করা হবে। এটা ঠিকই যে, বর্তমানে অত্যধিক কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে খাদ্য দূষণ ঘটছে এবং ক্যান্সার, গ্যাস্ট্রিক আলসার সহ নানা রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার কি তার থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে তৎপর? আদৌ তা নয়। ইদানিং একদল ধনী অর্গানিক (রাসায়নিক মুক্ত) ফসলের ক্রেতা হয়ে উঠছে। প্রধানমন্ত্রীর হেঁশেলে যে মহার্ঘ (৩০ হাজার টাকা কিলো) হিমালয়ান মাশরুম রান্না হয় বলে শোনা যায়, তাও এর একটা উদাহরণ। প্রাকৃতিক চাষের নামে এই বাজারটি ধরার জন্য বৃহৎপুঁজির মালিকদের সুবিধা করে দিতে চাইছে সরকার। উত্তরপ্রদেশের ভোটের দিকে তাকিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাজেট পরবর্তী বক্তৃতায় এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন গঙ্গা নদীর নামকেও। 'পবিত্র গঙ্গা'কে নিয়ে হিন্দুত্বের সুড়সুড়ি দেওয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন তিনি। তিনি বলেছেন, গঙ্গার পার্শ্ববর্তী পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকায় প্রাকৃতিক চাষে জোর দেওয়া হবে। তাতেই নাকি 'মা গঙ্গার সাফাই হবে'। অথচ গঙ্গার দু'পারে গড়ে ওঠা শহরগুলি দূষিত জল শোধন না করে গঙ্গায় ফেলা এবং শিল্প-কারখানাগুলি পরিবেশ আইনকে বুড়ো-আঙুল দেখিয়ে সবচেয়ে বেশি দূষণ ঘটাচ্ছে গঙ্গার। তার উল্লেখ না করে প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের জমিতে রাসায়নিক ব্যবহারকেই দায়ী করলেন গঙ্গার দূষণের জন্য!

যদিও কৃষকদের জন্য আরেকটি 'সুখবর' দিয়ে অর্থমন্ত্রী হাই-টেক সার্ভিস ও ডিজিটাল পরিষেবা দেওয়ার কথা বলেছেন। এখানেও সরকার একা বা শুধু কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের সরকারি ব্যাঙ্ক 'নাবার্ড' সাহায্য করবে না। এই ডিজিটাল পরিষেবা দেওয়া হবে পিপিপি মডেলে অর্থাৎ এখানেও প্রাইভেট কোম্পানিকে টেনে আনা হচ্ছে। সরকারি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণ শাখার সাথে এই সব প্রাইভেট কোম্পানি যুক্ত হওয়ায় সরকারের গবেষণা উক্ত সম্প্রসারণ বিভাগের ফলটুকু আত্মসাৎ করবে কোম্পানিগুলি। বাজেটে বলা হয়েছে, চাষের কাজে ব্যবহার করা হবে ড্রোন। পরিষেবামূল্য দিয়ে ফসলে কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ও উদ্ভিদের বৃদ্ধিকারক সার ও অন্যান্য রাসায়নিক স্প্রে করার কাজে ব্যবহার করা যাবে এই ড্রোন। যেখানে এই বাজেটেই সরকার বলছে প্রাকৃতিক চাষে জোর দেওয়া হবে, সেখানে ঠিক উল্টো কথা— ড্রোন ব্যবহার করে কীটনাশক, ছত্রাকনাশক স্প্রে করার কথাও বলা হচ্ছে। এছাড়াও ড্রোন ব্যবহার করা হবে জমির রেকর্ড ডিজিটাইজেশনের জন্য এবং ফসলের এলাকার মূল্যায়ন করার জন্য। এ দেশের কতজন কৃষকের পকেটে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের মতো পয়সা আছে? বৃহৎ কোম্পানিগুলিকে কৃষিতে ঢোকানো বন্দোবস্তই এটা নয় কি?

এরই পাশাপাশি এই বাজেটে চাষের কাজে সেচের জল ব্যবহার করার জন্য পাঁচটি নদী সংযোগ করার কথা বলা হয়েছে, যেখানে আগামী আট বছরে ৪৪ হাজার ৬০০কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এই প্রকল্প যে ক্ষয়প্রাপ্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যকে আরও বিপর্যস্ত করতে পারে তা বলাই বাহুল্য। উপরে উল্লেখিত ঘোষণাগুলিতে যেসব বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে তাতে চাষিরা যে কিছুই পাবে না, তা অত্যন্ত স্পষ্ট।

এবার চালু প্রকল্পগুলিতে বরাদ্দের দিকে নজর দেওয়া যাক। সেচ এলাকা বৃদ্ধির জন্য পাঁচটি নদী সংযোগের কথা বললেও 'প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই (সেচ) যোজনা'র জন্য গত বছর যেখানে চার হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, এ বছর তা কমিয়ে অর্ধেক অর্থাৎ দু'হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। 'প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা'র জন্য আগেরবার বরাদ্দ ছিল ১৬ হাজার কোটি টাকা, এবারের বাজেটে তার থেকে ৫০০ কোটি টাকা কমানো হয়েছে। 'প্রধানমন্ত্রী কৃষি সম্মান নিধি'-তে গত বছর ছিল ৬৭,৫০৯ কোটি টাকা, তখন সামান্য বাড়িয়ে বরাদ্দ করা হয়েছে ৬৮ হাজার কোটি টাকা। মূল্যবৃদ্ধিকে হিসাবে ধরলে আসলে তা কমানোই হয়েছে। করোনা-কালে যখন কর্মসংস্থানের সুযোগ চূড়ান্তভাবে হ্রাস পেয়েছে, তখন প্রয়োজন ছিল গ্রামীণ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য গত বছরের চাইতেও বেশি বরাদ্দ করা। অথচ গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ১০০ দিনের কাজে গত বছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছিল ৯৭,০৩৪ কোটি টাকা, সেখানে এবারের বরাদ্দ ২৫ হাজার কোটি টাকা কমে হয়েছে ৭২,০৩৫ কোটি টাকা। ফলে, গ্রামের মানুষ নিজেদের গ্রামে কাজ না পাওয়ায় অন্যত্র কাজের খোঁজে ছুটে বেড়াতে বাধ্য হবে এবং বাড়বে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা। কৃষিক্ষেত্র সম্পর্কে এক কথায় বলা যায়, এই বাজেট কৃষকদের নিঃস্ব করে পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের পকেট ভরানোর বাজেট।

বধূ নির্যাতনে শাস্তির দাবি

কুলতলির গোপালগঞ্জ অঞ্চলের কৈখালি ৮ নম্বর গ্রামের বাসিন্দা শ্রাবন্তী নস্করের (সরদার) বিয়ে হয়েছিল পূর্ব গোপালগঞ্জ গ্রামে। বিয়ের পর থেকেই শ্বশুর বাড়ির লোকজন তাঁর উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাত। দুই সন্তানের কথা ভেবে মুখ বুজে থাকতেন তিনি। ১৬ জানুয়ারি ভাসুরের কুপ্রস্তাবের প্রতিবাদ করলে স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির সকলে মিলে তাঁর উপরে পাশবিক অত্যাচার চালায় এবং কয়েকদিন ধরে আটকে রাখে। পরে বাপের বাড়ির লোকজন এসে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শে পুলিশ তাঁর 'ডাইং স্টেটমেন্ট' নেয়। সিপিডিআরএস দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার উদ্যোগে রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম ২৯ জানুয়ারি এলাকায় যায় এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে কথা বলে তথ্য সহ পুলিশ প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দেয়। তাঁরা দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানান।

কেন্দ্রীয় বাজেট ঃ জনগণকে প্রতারণা

একের পাতার পর

ছাড়, যেমন কর্পোরেট কর-সারচার্জ ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৭ শতাংশ করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাজেট এবার সর্বনাশা 'ক্রিপটোকারেন্সি'-র কারবারকে সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে দিল। এই ক্রিপটোকারেন্সি হল, সম্পদকে আর্থিক ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হতে না দিয়ে তার হাত-বদলের সম্প্রতি আবিষ্কৃত একটি রাস্তা।

অধিকাংশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে এই বাজেট হয় সরাসরি নয়ত পিপিপি-র মাধ্যমে পরোক্ষ ভাবে বেসরকারি মালিকদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করেছে। স্পষ্টতই এই বাজেটে অন্তঃসারশূন্য কিছু অর্থনৈতিক বুলির আড়ালে পুঁজিপতিদের স্বার্থবাহী নীতিগুলিকে আড়াল করা এবং একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীকে ব্যাপক ভাবে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে কোটি কোটি মেহনতি জনসাধারণকে প্রতারিত করা হয়েছে। নিজেদের প্রভু শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির সেবায় কায়মনোবাক্যে দায়বদ্ধতার পাশাপাশি জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের অপরাধীসুলভ উদাসীনতায় এই বাজেট আরও একবার সিলমোহর দিল।

জীবনাবসান

হাওড়া গ্রামীণ জেলার প্রবীণ কমরেড তরুণ দাস ২ ফেব্রুয়ারি কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। ১৯৭০ সাল নাগাদ পাঁশকুড়া কলেজে পড়ার সময় এআইডিএসও-র সঙ্গে যুক্ত হন। আশির দশকের শুরুতে সিপিএম সরকারের প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার নীতির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনে তিনি বাগনান এলাকায় অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা নেন। নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে এই সময় বাগনান ঘোড়াঘাটা এলাকায় এসইউসিআই(সি) দলের কাজ শুরু করেন। পরবর্তী কালে ব্যাঙ্কে কর্মরত অবস্থায় তৎকালীন ব্যাঙ্ককর্মী সংগঠনগুলির নেতাদের আপসকামী ভূমিকার প্রতিবাদে যখন ব্যাঙ্ককর্মীদের সংগ্রামী সংগঠন 'ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম' গড়ার উদ্যোগ হয়, এ রাজ্য সহ অন্যান্য রাজ্যে কমরেড তরুণ দাস এই কাজে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা নেন। দীর্ঘ কয়েক বছর দুরারোগ্য ক্যান্সারে অসুস্থ থাকায় দলের কাজে সক্রিয় থাকতে না পারলেও দলের বই ও কাগজপত্র সংগ্রহ করতেন ও পড়তেন এবং নবীন কমরেডদের নানা ভাবে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করেছেন।

হাসপাতাল থেকে তাঁর মরদেহ ঘোড়াঘাটার বাসভবনে পৌঁছলে সেখানে দলের কর্মী সমর্থক ও স্থানীয় বহু মানুষ সমবেত হন। মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কল্পনা দাস। পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবাশিস রায়ের পক্ষে মাল্যদান করা হয়। মাল্যদান করেন হাওড়া গ্রামীণ জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড মিনতি সরকার। দলের রাজ্য ও স্থানীয় নেতৃত্ব এবং গণসংগঠনের পক্ষ থেকেও মাল্যদান করা হয়। তাঁর প্রয়াণে দল একজন নির্ভরযোগ্য প্রাণবন্ত কমরেডকে হারাল।

কমরেড তরুণ দাস লাল সেলাম

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর বিধানসভার অন্তর্গত বেলে দুর্গানগর অঞ্চলে দলের প্রবীণ সংগঠক কমরেড সুনীল কুমার মণ্ডল ১৬ জানুয়ারি প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। ছয়ের দশকে ছাত্রাবস্থায় কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর একটি জনসভায় তাঁর ভাষণ শুনে তিনি দলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

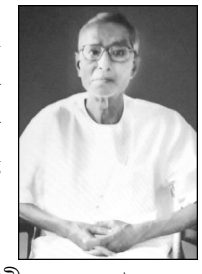

পরবর্তীকালে তিনি চাকরি পাওয়ার পর দলের প্রবাদপ্রতিম সংগ্রামী কৃষক নেতা কমরেড আমীরালী হালদারের মাধ্যমে দলের বৈপ্লবিক চিন্তার সান্নিধ্যে আসেন এবং উদ্বুদ্ধ হন। তারপর সরাসরি এলাকার গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার নিয়ে দলের কাজ শুরু করেন। তাঁর অত্যন্ত ভদ্র, অমায়িক ব্যবহার সকল মানুষকে আকৃষ্ট করত। সংগঠনের কাজ করার পাশাপাশি তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর সহযোগিতায় বেলে দুর্গানগর হাইস্কুল গড়ে ওঠে। একজন শিক্ষাপ্রেমী হিসাবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতিসাধনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। আমৃত্যু তিনি দৃঢ়ভাবে দলের পতাকা বহন করেছেন।

কমরেড সুনীল কুমার মণ্ডল লাল সেলাম

চিলিতে বামমুখী পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা

(গত সংখ্যার পর)

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পরে গত শতকের ৯০'র দশকের সূচনাপর্ব থেকে আমেরিকা, ইংল্যান্ড এবং পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী প্রচারযন্ত্র এ কথা মানুষের মনে গেঁথে দিতে চেয়েছিল যে সাম্যবাদী আন্দোলন এবং সমাজতন্ত্রের দিন শেষ। ২১ শতাব্দী প্রযুক্তি বিস্ফোরণের যুগ। প্রযুক্তির সাথে খোলা বাজার অর্থনীতি জনগণকে উন্নতির নতুন দিশা দেবে। কিন্তু বাস্তবে একুশ শতাব্দীর তথাকথিত প্রযুক্তি বিস্ফোরণ জনজীবনের সংকট কমাতে পারেনি, বরং তা আরও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। দেশে দেশে শ্রমিক ছাঁটাই, বেকার সমস্যা, শিক্ষা এবং চিকিৎসার সুযোগ বহুমূল্য হয়ে শ্রমজীবী জনগণের নাগালের বাইরে চলে যাওয়া, ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি, ব্যাঙ্ক, বিমা, যোগাযোগ, পরিবহণ সহ সমস্ত পরিষেবা ক্ষেত্রকে একচেটিয়া পুঁজির অবাধ লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত করা, বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে কৃষকের থেকে জমি কেড়ে নেওয়া-এসবের ফলে বিশ্বের দেশে দেশে জনগণের ক্ষোভ ধূমায়িত হতে হতে বিস্ফোরণের রূপে ফেটে পড়েছে। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই খোলা বাজার অর্থনীতির ফলে দেশি-বিদেশি কর্পোরেট পুঁজির তীব্র শোষণের বিরুদ্ধে একের পর এক আন্দোলনের ঢেউ উঠতে থাকে। ২০১০ সালে ইংল্যান্ডে শিক্ষার ফি বৃদ্ধি ও বেসরকারিকরণ, বাজেট ছাঁটাই প্রভৃতির বিরুদ্ধে তীব্র ছাত্র আন্দোলনের ঢেউ ওঠে এবং তা ফ্রান্স ও অন্যান্য রাষ্ট্রেও ছড়িয়ে পড়ে। ২০১০ এ তিউনিসিয়ায় গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়, তারপর আগুনের মতো পর পর মিশর সহ বিভিন্ন আরব দেশে ছড়িয়ে পড়ে যা 'আরব বসন্ত' বলে পরিচিত হয়। সৌদি আরব, কুয়েত প্রভৃতি যেসব দেশে কখনও কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয়নি সেই সব দেশেও এর প্রবল প্রভাব পড়ে। ২০১১ সালে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি আমেরিকার বুকে ফেটে পড়ে 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট' আন্দোলন। এর পথ বেয়েই মেক্সিকো, কানাডা প্রভৃতি উত্তর আমেরিকার দেশ চিলি, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল সহ বিভিন্ন ল্যাটিন আমেরিকান দেশ, আবার ইউরোপের বনেদি পুঁজিবাদী দেশ জার্মানি, ইটালি, ইংলন্ড, ফ্রান্স সহ গ্রিস, তুরস্ক প্রভৃতি একের পর এক তুলনামুলক উন্নত দেশেও একই ধরনের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। কোথাও কোথাও তা জঙ্গি গণবিক্ষোভের রূপ নেয়। ২০১৫ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিও-লিবারাল অর্থনৈতিক নীতির ফলে গ্রিসে যে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয় তার বিরুদ্ধে তীব্র গণ-আন্দোলন ফেটে পড়ে। চিলির এবারের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বোরিচ ২০১১-১৫'র ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বামপন্থী নেতা হিসাবে দেশের রাজনীতিতে সামনে আসেন।

কিন্তু চিলি সহ বিভিন্ন দেশে এই সমস্ত আন্দোলন একদিকে যেমন বাজার অর্থনীতির মাধ্যমে একচেটিয়া পুঁজির অবাধ শোষণ-লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের প্রকাশ ঘটিয়েছে, পাশাপাশি 'পুঁজিবাদই অনতিক্রম্য ভবিতব্য' এই প্রচারের ফানুস ফেটে গেছে। একুশ শতকের প্রযুক্তির তথাকথিত চোখধাঁধানো অগ্রগতি সমাজের শ্রেণিগত ধনবৈষম্যকে বহুগুণ বাড়িয়েছে যার ফলে শ্রেণিসংগ্রাম নতুন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। ইউরোপে, ল্যাটিন আমেরিকায় নতুন করে মার্কসবাদ এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্য এবং বহু সমাজতান্ত্রিক দেশ মিলিয়ে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আত্মপ্রকাশ এশিয়া ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে গত শতাব্দীর পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন এবং গণ-আন্দোলনের ঝড় তুলেছিল। কিন্তু তখন ইউরোপের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি বা আমেরিকা ছিল প্রায় শান্ত। একমাত্র আমেরিকায় ভিয়েতনাম যুদ্ধকে কেন্দ্র করে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন মাথা চাড়া দেয়। কিন্তু একুশ শতকের এই পর্যায়ে উন্নত দেশগুলি এবং তেলসমৃদ্ধ আরব দেশ, যেগুলির কয়েকটিতে প্রায় কোনও বড় আন্দোলনই হয়নি, সেখানেও এই আন্দোলন ফেটে পড়ার ঘটনা গভীর তাৎপর্য বহন করে।

কিন্তু সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব, সঠিক নেতৃত্ব এবং সঠিক বিপ্লবী পার্টির অনুপস্থিতি বা এই আন্দোলনগুলিকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে পারার মতো শক্তি নিয়ে কোনও কমিউনিস্ট বিপ্লবী দলের সামনে আসতে না পারার ফলে এই আন্দোলনগুলি ধাপে ধাপে বিকাশের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদকে ভেঙে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে পরিণত হতে পারেনি। শুধু তাই নয়, এমনকি গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জনগণ শোষণের যন্ত্রণায় বার বার বিক্ষোভ আন্দোলনে ফেটে পড়ে। সেটাকে কাজে লাগিয়ে বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া নানা দল সরকারি ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করে। কিন্তু এর দ্বারা সরকারের হয়ত পরিবর্তন হয় কিন্তু বিপ্লব ছাড়া জনজীবনের মূল সমস্যাগুলির সমাধান হয় না। মার্কস-লেনিন সহ সমস্ত মার্কসবাদী চিন্তানায়কই শান্তি পূর্ণভাবে সমাজ পরিবর্তনের তত্ত্ব খারিজ করে দিয়েছেন।

মার্কসবাদের সর্বোন্নত উপলব্ধি ছাড়া আজকের দিনে বিপ্লবী আন্দোলন সঠিক পথে এগোতে পারে না

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড লেনিন বলেছিলেন সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লব হবে না। অর্থাৎ বিপ্লবী রাজনীতিকে সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব, যা রাজনীতি, অর্থনীতি সংস্কৃতি সহ সামগ্রিক জীবনদর্শন, তার উপর দাঁড় করাতে হবে। আজকের বিজ্ঞানসম্মত সঠিক আদর্শ এবং তত্ত্ব অবশ্যই মার্কসবাদ। তাই বিভিন্ন গণআন্দোলন যারা পরিচালনা করবেন তাদের মার্কসবাদকে হাতিয়ার করতে হবে। কিন্তু নতুন নতুন পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের যত প্রয়োগ হয়েছে মার্কসবাদ তত উন্নত এবং উন্নততর উপলব্ধির জন্ম দিয়েছে। এসেছে লেনিনবাদ এবং লেনিন পরবর্তীকালে মার্কসবাদ-লেনিনবাদেরও উন্নততর উপলব্ধি। রাশিয়া এবং চীনে সমাজতন্ত্রের বিপুল সাফল্য এবং অগ্রগতি সত্ত্বেও কী ভাবে সেখানে সংশোধনবাদ জন্ম নিল, আধুনিক সংশোধনবাদের প্রকৃতি ও চরিত্র কী? আজকের দিনে ব্যক্তিবাদের সমস্যা কী চেহারা নিয়েছে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে কী ভাবে ব্যক্তিবাদ জন্ম নিয়েছে ও ক্রিয়া করেছে, কী ভাবে তা সংশোধনবাদের রূপ নিয়েছে, ভিতর থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ঘুণ ধরিয়েছে, বিংশ শতকের শুরুর পর্বের পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এবং তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উপস্থিতির পটভূমিতে এবং তারপর সমাজতান্ত্রিক শিবির আধুনিক সংশোধনবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের যৌথ ষড়যন্ত্রে অবলুপ্ত হওয়ার পর পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রে কী নতুন বৈশিষ্ট্য তা বুঝতে না পারলে আজকে গণআন্দোলনকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। নানা চিন্তাগত বিভ্রান্তির বেড়াজালে গণআন্দোলন পথভ্রষ্ট হবে। তাই বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও ছাড়াও তাঁদের অনুগামী, এ যুগের অগ্রগণ্য মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও দার্শনিক সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ ব্যক্তিবাদ, আধুনিক সংশোধনবাদ, সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ, পুঁজিবাদ-ফ্যাসিবাদ সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণগুলি তুলে ধরেছেন সেগুলি এক্ষেত্রে দিগদর্শী ভূমিকা পালন করে।

বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় তিনটি শর্ত

ভারতে গত শতাব্দীর ৫০-৬০-এর দশকে যে উত্তাল বামপন্থী আন্দোলনের পরিবেশ ছিল সেই পটভূমিতে এই দিকটি ব্যাখ্যা করে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, "নভেম্বর বিপ্লব থেকে আর যে শিক্ষাটা আমাদের নিতে হবে তা হচ্ছে, বিপ্লবের জন্য তিনটি শর্ত দরকার। প্রথম শর্ত—সঠিক আদর্শ, তত্ত্ব এবং বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে একটি সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো উপযুক্ত শক্তি নিয়ে উপস্থিত হওয়া। ...দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে যুক্তফ্রন্ট। প্রথমে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্তরে বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির যুক্তফ্রন্ট এবং এই স্তর উত্তীর্ণ করবার পর পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের অবশ্যপ্রয়োজনীয় যুক্তফ্রন্ট অর্থাৎ প্রোলেটারিয়ান ইউনাইটেড ফ্রন্টের জন্ম দেওয়া। বিপ্লবের জন্য তৃতীয় অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে, সংযুক্ত এবং সম্মিলিত লড়াইগুলোর মধ্য দিয়ে জনগণের নিজস্ব সংগ্রামের হাতিয়ার— যাকে জনতার রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া বোঝায় তা গড়ে তোলা...এই তিনটি শর্ত পূরণ না হলে বারবার সংগ্রামের ঢেউ আসবে, বারবার লড়াইয়ের ময়দানে প্রাণ দেবার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়বে সংগ্রামে—কিন্তু বিপ্লব হবে না। বিপ্লব আর বিদ্রোহ, বিক্ষোভ এক জিনিস নয়। বিপ্লব হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে সচেতন, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, সঠিক আদর্শ ও বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে জনগণের সংঘবদ্ধ, সচেতন ও সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান।" (নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে ৮ নভেম্বর ১৯৭৪ প্রদত্ত ভাষণ)

'জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র' নয়, বিপ্লবের মধ্য দিয়েই সমস্যার সমাধান সম্ভব

ভারতে নেহরুর সমাজতন্ত্রের স্লোগান, জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র এবং 'মিশ্র অর্থনীতি'র তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও দেখিয়েছেন, সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্যই পুঁজিবাদের সামগ্রিক স্বার্থে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের ছদ্মবেশ ধারণ করে। জনগণকে নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়ে তার ক্ষোভকে প্রশমিত করে। কিন্তু যতক্ষণ বুর্জোয়া রাষ্ট্র, তার পুলিশ মিলিটারি, আইন ও বিচারব্যবস্থা টিকে থাকবে, ততদিন পুঁজিবাদী শোষণ শাসনও টিকে থাকবে। যখন জনগণ পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ফেটে পড়ে, সমাজতন্ত্রের আকাঙ্খা নিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে নেমে যায় তখন জনগণের ক্ষোভকে প্রশমিত করার জন্যই বামপন্থী, সমাজতন্ত্রী নামধারী, কিন্তু বুর্জোয়াদের সাথে বোঝাপড়া আছে, এমন কোনও দলকে, বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে প্রচার দিয়ে সামনে এনে দেবার চেষ্টা করে। জনগণের কিছু দাবি মেনে নেয়, আর জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে কিছু ব্যক্তি খারাপ তাদের সরকার থেকে হঠাতে পারলেই এই ব্যবস্থার মধ্যেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এভাবে তারা আন্দোলনের শক্তিকে পার্লামেন্টারি রাজনীতির চৌহদ্দির মধ্যে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করে। আন্দোলনের মধ্যে কোনও প্রকৃত বিপ্লবী শক্তি থাকলে তাদের কাজ হচ্ছে আন্দোলনের মধ্যে যে জনগণ সক্রিয় হয়েছে তাদের সে সক্রিয়তা ধরে রাখা। এই শক্তিকে স্থায়ী সাংগঠনিক রূপ অর্থাৎ সোভিয়েত বা গণকমিটির মতো শোষিত শ্রেণির নিজস্ব সংগঠনগুলি গড়ে তোলা, যেগুলি হবে জনতার রাজনৈতিক শক্তির ভিত্তি। আন্দোলনের মধ্যে শ্রেণি-সচেতনতা গড়ে তোলা। আন্দোলনকারী মানুষকে দেখানো যে মূল সমস্যা কোনও ব্যক্তি বা বিশেষ দল নয়। আসল সমস্যা হল শাসক পুঁজিপতিদের শ্রেণিস্বার্থ, যা সরকারে যে দলই থাক নানা কৌশলে সেটাকে রূপায়িত করে। ফলে গণআন্দোলন আসলে শ্রেণি সংগ্রাম, শুধু কিছু দাবি আদায়ের মধ্যেই তা শেষ হবে না, ধাপে ধাপে গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনতার রাজনৈতিক শক্তিকে সংহত করে তার আঘাতকে এই ব্যবস্থা, তার রক্ষক রাষ্ট্রশক্তিকে ধ্বংস করে নতুন ভিত্তির উপর নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। আর এর জন্য চাই সঠিক পথ, উন্নততর জীবনাদর্শ এবং নতুন সংস্কৃতি।

চিলিতে বামপন্থী সরকারের বিপুল জয় সংগ্রামী জনগণের পুঁজিবাদী শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু চিলিতে কোনও সঠিক বিপ্লবী শক্তি আছে কি না, গ্যাব্রিয়েল বরিচ বিপ্লবী, না পুঁজিপতিদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি তা সময়ই বলবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, কোনও প্রকৃত বিপ্লবী দল যদি আন্দোলনের পথ বেয়ে সরকারে যায় তা হলে তারা যতদিন সরকারে আছে তত দিন সরকারি ক্ষমতাকে ব্যবহার করে পুঁজিবাদের দমন-পীড়নের হাতিয়ার রাষ্ট্রযন্ত্র অর্থাৎ পুলিশ মিলিটারিকে যথাসাধ্য নিয়ন্ত্রণ করে শ্রেণি সংগ্রামকে তীব্রতর করবে, তাতে যদি সরকার পড়ে যায় তাতেও পরোয়া না করে শ্রমিক শ্রেণিকে, বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রকে উচ্ছেদ করে, সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। গ্যাব্রিয়েল বরিচ যদি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সরকারে থেকে তার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের কথা ভাবেন সে ক্ষেত্রে তাঁকেও পূর্বতন আলেন্দে সরকারের মতো প্রবল আক্রমণের সামনে পড়তে হতে পারে। আর না হলে এই সরকার সমাজতন্ত্র এবং কল্যাণকামী রাষ্ট্রের স্লোগান দিতে দিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে আপস করে পুঁজিবাদের সামগ্রিক স্বার্থে কাজ করলে সেই সরকার দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে কিন্তু তাতে জনগণের বিশেষ কোনও লাভ হবে না। কোনও সঠিক বিপ্লবী দল উপযুক্ত ভূমিকা পালন না করলে বরং যে জনগণ পরিবর্তন হল বলে ভাবছেন, উল্লাস করছেন তাদের মনে হতাশা, নিরাশা, রাজনীতি বিমুখতা বৃদ্ধি পাবে। (শেষ)

জাতীয় শিক্ষানীতি কেন জনবিরোধী?

করোনা অতিমারির সুযোগ নিয়ে নানা কায়দা কৌশলে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র প্রয়োগ চলছে। এই শিক্ষানীতি কেন জনবিরোধী? কেন আপত্তিজনক? কেন শিক্ষক অধ্যাপক বুদ্ধিজীবীরা এর প্রতিবাদ করছেন? সংক্ষেপে সেগুলি হল,

১) এই শিক্ষানীতিতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা তুলে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে অঙ্গনওয়াড়ির হাতে।

২) তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি পড়ানো হবে না।

৩) পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত কোনও সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম থাকবে না।

৪) মাল্টিপল এন্ট্রি, মাল্টিপল এক্সিট এবং মাল্টি ডিসিপ্লিনারি স্কিম চালু করে চিন্তার সংহতি নষ্ট করা হচ্ছে।

৫) ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে শিক্ষাকে বৃত্তিমুখী করা হবে।

৬) মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকবে না।

৭) তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স চার বছরের হবে।

৮) শিক্ষা হবে অনলাইন ভিত্তিক।

৯) জোর দেওয়া হয়েছে শিক্ষার বেসরকারিকরণে।

১০) শিক্ষার চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণ ঘটানো হচ্ছে।

১১) ইতিহাসের সাম্প্রদায়িকীকরণ ও গেরুয়াকরণ করা হচ্ছে। পৌরাণিক গল্পকে ইতিহাস হিসাবে চালানো হচ্ছে।

১২) পাঠ্যসূচিতে জ্যোতিষশাস্ত্র, বাস্তুশাস্ত্র প্রভৃতি অপবিজ্ঞান ঢুকিয়ে বিজ্ঞান হিসেবে চালানো হচ্ছে।

১৩) ধর্মনিরপেক্ষতা বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা বাঁচাতে, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করতে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হোন।

সহমতের ভিত্তিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে জোর করে ডেউচা-পাঁচামি খনি প্রকল্পের কাজ শুরু করার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১ ফেব্রুয়ারি বীরভূমের সিউড়িতে ডি এম অফিসে বিক্ষোভ

ভারতীয়রা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই গর্বটাও কেড়ে নিচ্ছে বিজেপি!

২৮ জানুয়ারি মার্কিন সংবাদপত্র নিউইয়র্ক টাইমস ফাঁস করে দিয়েছে প্যালেস্টাইন সহ মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের সাথে ভারত সরকারের চরম বিশ্বাসঘাতকতার কথা। পেগাসাস স্পাইওয়্যার সংক্রান্ত প্রতিবেদনে পত্রিকাটি লিখেছে—সাধারণ মানুষের জীবনের উপর নজরদারির সফটওয়্যার পেগাসাস পেতে ভারত সরকার ২০১৭-এ ইজারেয়েলের যুদ্ধপরাধকে সমর্থন যুগিয়েছে রাষ্ট্রসংঘে। সে জন্য প্যালেস্টাইনের মানবাধিকার সংগঠনের রাষ্ট্রসংঘের 'অবজারভার' মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছিল ভারত সরকার। সাম্রাজ্যবাদী, জাতিগত ঘৃণার জিগির তোলা ইজরায়েলি শাসক, যারা প্যালেস্টাইন সহ গোটা মধ্যপ্রাচ্যে হত্যা এবং সন্ত্রাসের কারবারি তাদের পাশে দাঁড়ালো ভারত সরকার! আর কোথায় ভারতকে নামাবে বিজেপি?

বিদেশে ভারতীয়রা গেলে অন্য কিছু পান আর নাই পান, অন্তত একটা বিষয়ে সম্মান পেতেন—ভারতের মানুষ স্বাধীনতার পক্ষে, সাম্রাজ্যবাদী এবং যুদ্ধবাজদের বিপক্ষে। ভারতীয় জনগণ ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে, মানবাধিকারের পক্ষে। তাঁরা স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে, অত্যাচারী শাসক, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িকতাবাদী, জাতপাত-ধর্মের ধুয়ো তোলা হত্যাকারীদের এ দেশের মানুষ কোনও দিন সমর্থন করে না। নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রীত্বে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভারতবাসীর বহু গর্বই কেড়ে নিয়েছে। তারা ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিসর্জন দিচ্ছে। এদের সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাতের ঘৃণা ছড়ানোর রাজনীতির জন্য ধিক্কার কুড়োতে হচ্ছে সারা ভারতের জনগণকেই।

পুলিশি হয়রানি বন্ধ, লাইসেন্স, শ্রমিকের মর্যাদা ও সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসক ও এসপি-র কাছে বিক্ষোভ দেখান ও ডেপুটেশন দেন মোটরভ্যান চালকরা। ১ ফেব্রুয়ারি

সব ক্লাস চালুর দাবি হিন্দি-উর্দুভাষী ছাত্রদেরও

অবিলম্বে প্রথম শ্রেণি থেকেই ক্লাসরুম ভিত্তিক পঠন-পাঠন চালু করতে হবে—এই দাবি নিয়ে অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস স্ট্রাগল কমিটি এবং পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সংঘর্ষ কমিটির যৌথ উদ্যোগে ৩ ফেব্রুয়ারি একটি প্রতিবাদী বিক্ষোভ সভা হয় কলেজ স্ট্রিট বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে। কলকাতার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক সহ সাধারণ নাগরিকরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা কমিটির সম্পাদক সামসুল আলম জোরালো ভাষায় প্রথম শ্রেণি থেকে স্কুল খোলার দাবি জানান। তিনি 'পাড়ায় শিক্ষালয়' প্রকল্পের তীব্র বিরোধিতা করেন। পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সংঘর্ষ কমিটির পক্ষে ছাত্রনেতা মিথিলেশ ভক্ত কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন।

মধ্যপ্রদেশে যুব বিক্ষোভ

বিহার-উত্তরপ্রদেশে চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনে পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য জুড়ে ২৭ জানুয়ারি প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। ছবি ভোপালের।

সরকারি শিক্ষাকে রুগ্ন করতেই 'পাড়ায় শিক্ষা'

একের পাতার পর

অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্করের মতে 'পাড়ায় শিক্ষা'র মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী শিক্ষানীতিরই কৌশলী প্রয়োগ রয়েছে। তিনি বলেন, মোদি সরকার স্কুলে নিয়মিত শিক্ষকের সংখ্যা কমানোর উপর জোর দিচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতির ২.৭ অনুচ্ছেদে পরিষ্কার করেই বলেছে, "...এলাকার বা এলাকার বাইরের কোনও ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এই মিশনকে সফল করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলে তা সাদরে গ্রহণ করা হবে। যদি প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি অন্তত একজন ছাত্র বা ছাত্রীর দায়িত্ব নেন, তবে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি খুব তাড়াতাড়ি পাল্টে যাবে। ...প্রতিটি রাজ্য 'পিয়ার লার্নিং' এবং স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানের ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করার কথা ভাবতে পারে।" শ্রেণিকক্ষ বন্ধ রেখে স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত 'পাড়ায় শিক্ষালয়' চালুর ঘোষণা মোদি সরকারের শিক্ষক ছাড়া শিক্ষা চালানোর দুরভিসন্ধিরই নজির।

শিক্ষকদের বাদ দিয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা শিক্ষা পরিচালনার যে কথা মোদি সরকার জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলেছে, তার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে শিক্ষক নিয়োগ না করার বিপদ। অনলাইন শিক্ষার উপর যে জোর দেওয়া হয়েছে তাতেও পরিষ্কার, ভবিষ্যতে শিক্ষকের বিশেষ প্রয়োজন থাকবে না। অথচ শিক্ষক ছাড়া যে শিক্ষা হয় না, তা বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির দিকে তাকালেই। তিনি লিখেছেন, "ঘুরিয়া ফিরিয়া যেমন করিয়া চলি না কেন শেষকালে এই অলঙ্ঘ্য সত্যে আসিয়া ঠেকিতেই হয় যে, শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষা বিধান হয়, প্রণালীর দ্বারা হয় না" (পথের সঞ্চয়, শিক্ষাবিধি)

শিক্ষা আজ সঙ্কটে। করোনার সুযোগ নিয়ে শিক্ষা ব্যবসার প্রসার ঘটাতে পুঁজিপতিদের সেবাদাস সরকার উঠে পড়ে লেগেছে। এদের দৌলতে শিক্ষা আজ মুনাফার পণ্য। সরকারি শিক্ষা রুগ্ন হলে এদের ব্যবসার বাজার খুলে যাবে। তখন শিক্ষা কিনতে হবে উচ্চমূল্যে। ধনীরা তা কিনতে পারবে। সাধারণ মানুষের সে সামর্থ্য কোথায়? শিক্ষা থেকে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করার এই ষড়যন্ত্র আটকাতে হলে পাড়া থেকেই প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় গড়ে তুলতে হবে অভিভাবকদের কমিটি।

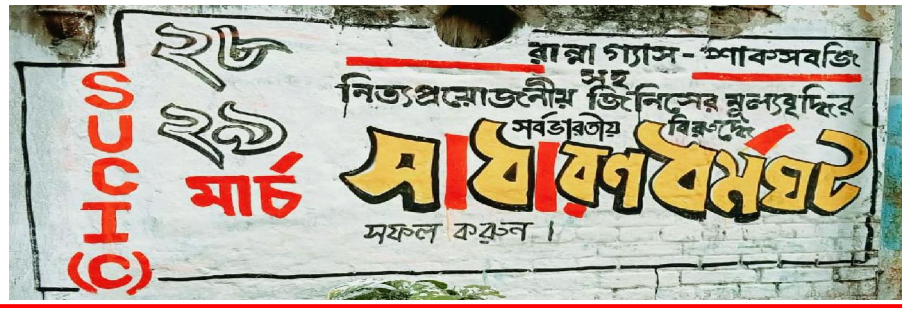

স্কিম ওয়ার্কারদের বঞ্চনার প্রতিবাদ

কেন্দ্রীয় বাজেটে স্কিম ওয়ার্কারদের চরম বঞ্চনার প্রতিবাদ জানিয়ে স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি টি সি রমা এবং সম্পাদক ইসমত আরা খাতুন ২ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, কোভিডে এই কর্মীদের লড়াইয়ের কোনও মর্যাদা সরকার দিল না। প্রধানমন্ত্রী হাততালি দিয়ে কাজ সারলেন। কর্মীদের ভাতা, বেতন, কর্মী হিসাবে স্বীকৃতির মানবিক দাবিকে অবহেলাই করলেন। এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে ফেডারেশন।

মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের প্রতিবাদ কেন্দ্রীয় বাজেটে মিড-ডে মিল প্রকল্পে বরাদ্দ কমানোর প্রতিবাদে সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা সুনন্দা পণ্ডা ৩ ফেব্রুয়ারি বলেন, কয়েক বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পকে তুলে দেওয়ার যে ষড়যন্ত্র করছে, তারই প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে এবারের বাজেটে।

অতিমারির সুযোগ নিয়ে বিদ্যালয় বন্ধ করে ছাত্র-ছাত্রীদের রান্না করা খাবার থেকেও বঞ্চিত করেছে সরকার। যখন পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজন ছিল বেশি, তখন তার পরিমাণ কমানো হল। মিড-ডে মিল কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির দাবি আজও উপেক্ষিত। 'পি এম পোষণে'র নামের আড়ালে মিড-ডে মিল প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ কমানো হচ্ছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের দাবি, অবিলম্বে এই প্রকল্পে বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

হাসপাতালে ওষুধ কমানোর প্রতিবাদে বিক্ষোভ

২৮৩টি ওষুধ বাতিল করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি)-র বিধাননগর ও রাজারহাট লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ১ ফেব্রুয়ারি বিধাননগর হাসপাতালে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনের কর্মসূচি পালিত হয়। পুলিশের বাধা উপেক্ষা করেই এদিন এই কর্মসূচি পালিত হয়। দলের কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে এ ভাবে পুলিশি বাধাদানের নিন্দা করেছেন। বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতালের সুপারের কাছেও ওই দিন ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ৩ ফেব্রুয়ারি বাঘাযতীন স্টেট জেনারেল হাসপিটালে সুপারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয় (ছবি)।

সাম্প্রদায়িকতায় উস্কানিদাতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

গুজরাটের রাজ্যপালকে চিঠি নাগরিকদের

গুজরাটে ব্যক্তিগত কারণে ঘটা কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে দেখিয়ে সে রাজ্যের শাসকদল বিজেপি সাম্প্রদায়িক বিভেদে উস্কানি দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গুজরাটের বিশিষ্ট নাগরিকদের সংগঠন 'মুভমেন্ট ফর সেকুলার ডেমোক্রেসি' ৩১ জানুয়ারি রাজ্যপালের কাছে এক চিঠিতে বলেছে, ধান্ধুকা, রাজকোট, মোরবি, দিশা, রাধানপুর, আমেদাবাদ, পিরানা প্রভৃতি স্থানের কিছু ঘটনার উপর সাম্প্রদায়িক রঙ চাপিয়ে রাজ্যের শাসকদলের মদতপুষ্ট একদল ব্যক্তি উত্তেজনা তৈরি করতে চাইছে। তারা দেখাতে চাইছে যেন সারা গুজরাটেই সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বলছে।

সংগঠনের আহ্বায়ক প্রকাশ এন শাহ এবং সম্পাদক দ্বারিকানাথ রথ বলেন, গুজরাটের সাধারা মানুষ অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সাম্প্রদায়িক অশান্তি কোনও মতেই ঘটতে দিতে চান না। কিন্তু ভোটের রাজনীতির স্বার্থে শাসকদল তা চায়। রাজ্যে সম্প্রীতি নষ্ট করার চক্রান্তকারী দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

অসহায় নারীদের পাশে রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতি

দুয়ারে তো নয়ই মদ সম্পূর্ণ বন্ধ করা, অফলাইন শিক্ষা চালু এবং বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা চালু এবং নারী নির্যাতন রোধে কঠোর ব্যবস্থার দাবিতে রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতি স্বাক্ষর সংগ্রহে নেমেছে।

আন্দোলনের পাশাপাশি নির্যাতিতা অসহায় নারীদের প্রতি বছরের মতো এ বছরও ৩০ জানুয়ারি কম্বল বিতরণ করা হয় সমিতির কার্যালয় প্রাঙ্গণে (বহরমপুর)। মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৪টি ব্লকের প্রায় একশো নির্যাতিতা অসহায় মহিলাকে এ দিন কম্বল দেওয়া হয়। বিতরণ করেন সমিতির কার্যকরী সভাপতি ডাঃ এ হাসান, অধ্যাপিকা স্মৃতিরেখা রায়চৌধুরী, প্রাক্তন শিক্ষক সোমনাথ চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষিকা সুমার্তান খাতুন, শিক্ষিকা ফতেমা হক, আমিনা খাতুন, সঙ্গীতা সাহা ও শিক্ষক আলিনুজ্জামান, সামসুল হালসানা, অপর্ণা বিশ্বাস, খাদিজা বানু, নির্মল রুদ্র প্রমুখ।

এআইডিএসও-র কেরালা রাজ্য সম্মেলন

২১-২৩ জানুয়ারি এআইডিএসও-র দশম কেরালা রাজ্য সম্মেলন কোট্টায়াম শহরে অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট মালয়ালম কবি কুরেপুঝা শ্রীকুমার সম্মেলন উদ্বোধন করেন। প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি এম জে ভলতেয়ার। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখেন অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সহ সভাপতি এম সাহজার খান। সম্মেলনে এলিনা এস-কে প্রেসিডেন্ট, অপর্ণা আর-কে সম্পাদক করে ৩৫ সদস্যের রাজ্য কমিটি এবং ৮৩ সদস্যের রাজ্য কাউন্সিল নির্বাচিত হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড জেইশন জোশেফ বক্তব্য রাখেন।

দেড় লক্ষ শিশু বাবা বা মাকে হারিয়েছে, বন্ধ ৫৭ লক্ষ ক্ষুদ্র-মাঝারি সংস্থা

'দায়িত্বশীল' সরকার কোথায়?

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি বলেছেন, এতদিন নাগরিকরা অনেক অধিকারের কথা বলেছে, দায়িত্বপালন কেউ করেনি। কথাটি অস্বীকার করতে পারবে না তাঁর ঘোরতর শত্রুরাও। এমন বক্তব্যের ওপর যে কাররই মনে হতে পারে যিনি এমন কথা বলছেন তিনি নিজে অন্তত দায়িত্ব সচেতন, বিশেষ করে দেশের শীর্ষস্থানীয় নাগরিক হিসাবে দায়িত্ব পালনও করেন। কিন্তু বাস্তবটা কী?

২০২০-২২' গত তিন বছরে দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে অসংখ্য মানুষের। বহু পরিবারে একমাত্র জীবিত রয়েছে হতভাগ্য শিশু, কোনও পরিবারে কিশোর-কিশোরী। এই সময়ে অনাথ হয়েছে ১০ হাজার শিশু। প্রায় দেড় লক্ষ শিশু বাবা অথবা মা কিংবা উভয়কে হারিয়েছে। এই পরিস্থিতি যে কোনও সংবেদনশীল মানুষের মনেই ধাক্কা দেবে, এই অসহায় শিশুদের পাশে দাঁড়ানোর কথা ভাবাবে। এই শিশুদের পাশে দাঁড়াবে এটাই তো দেশের সরকারের ন্যূনতম দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কিন্তু কী কেন্দ্র কী রাজ্য কোনও সরকারেরই এদের নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। তা হলে কোন দায়িত্ব পালনের কথা প্রধানমন্ত্রী বললেন?

অর্থনৈতিক মন্দা ও করোনার ধাক্কায় দেশে প্রায় ৫৭ লক্ষ ক্ষুদ্র-মাঝারি সংস্থা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রুটি-রুজি চলে গেছে কোটি কোটি মানুষের। পরিণতিতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আত্মহত্যা বেড়েছে। সরকার এদের প্রতি কী দায়িত্ব পালন করেছে? ঋণ নিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়া ক্ষুদ্র-মাঝারি ব্যবসায়ীদের ঋণ মকুব কি করেছে? এই সংস্থাগুলি ঋণ শোধ করতে না পারায় বাজারে টিকে থাকতে পারছে না, বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দক্ষ ও অদক্ষ উভয় শ্রমিকেরই কাজ গেছে (নির্মাণশিল্প, উৎপাদনশিল্প, কৃষিক্ষেত্র, তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদি)। বিশেষ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী ও পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন হয়েছে দুর্বিষহ। আন্তর্জাতিক সামাজিক সমীক্ষা সংস্থা অক্সফ্যামের রিপোর্টে প্রকাশ, এই সময়ে বিশ্বের ৯৯ শতাংশ মানুষেরই রোজগার কমেছে। নতুন করে ১৬ কোটি মানুষ ঢুকেছেন দারিদ্রসীমার মধ্যে। এর মধ্যে রয়েছে ভারতেরও বিশাল সংখ্যক মানুষ। এদের বাঁচাতে তো সরকার এগিয়ে আসেনি। তা হলে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা কী দায়িত্ব পালন করলেন!

অবশ্য কোনও দায়িত্বই তারা পালন করেননি, এ কথা বলা যাবে না। 'গরিব' ধনকুবেরদের প্রতি সরকার দায়িত্ব পালন করে চলেছে। এই ধনকুবেররা কেমন 'গরিব'? গত দু'বছরে ভারতে বিলিয়ন ডলারের মালিকের সংখ্যা (অন্তত ৭৪০০ কোটি টাকার সম্পদ যাদের) ৩৯ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১৪২ জন। করোনা অতিমারির গত দু'বছরে এদের সম্পদ আকাশ ছুঁয়েছে। বিজেপি সরকার এই ধনকুবেরদের জন্য নানা আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, বকেয়া ঋণ মকুব করে ধারাবাহিক ভাবে এদের প্রতি দায়িত্ব পালন করে চলেছে!

অথচ করোনায় মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্বহীনতা চূড়ান্তভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। সরকারি 'নিয়মের ফাঁসে' বহু মৃত্যুর ঘটনা নথিভুক্তই হয়নি। যেগুলি হয়েছে, সেই পরিবারগুলিও ক্ষতিপূরণ পায়নি। সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা জানিয়েছিল। রাজ্য সরকারগুলির তা দেওয়ার কথা, কিন্তু ক্ষতিপূরণ পায়নি মৃতদের পরিবার। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এম আর শাহ এবং বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চ অত্যন্ত ভৎর্সনা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। সরকারের দায়িত্ববোধের উপর তীব্র অনাস্থাই ব্যক্ত হয়, যখন সুপ্রিম কোর্টকে বলতে হয়—'ক্ষতিপূরণের টাকা যাতে সকলের কাছে পৌঁছয়, তার ব্যবস্থাপনায় আমরা নিজেরাই এগিয়ে আসব'।

নানা রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা দলগুলি এবং কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার পুঁজিপতিদের প্রতি দায়িত্ব পালন করেই চলেছে। তাদের রাজনৈতিক ম্যানেজার এ সমস্ত দলগুলি গদি টিকিয়ে রাখার জন্য পুঁজিমালিকদের স্বার্থেই কাজ করে চলেছে। পাঁচ রাজ্যে ভোটের সামনে প্রধানমন্ত্রী দায়িত্বের প্রসঙ্গ তুললেন কী উদ্দেশ্যে? সরকারের দায়িত্বহীনতার জন্য যে বিক্ষোভ তৈরি হয়েছে তাতে সাধারণভাবে সরকারি প্রশাসনের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে, অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে প্রবল অনাস্থা রয়েছে, মানুষের সেই ক্ষোভ প্রশমিত করতে মলম লাগানো ছাড়া আর কী উদ্দেশ্য এর থাকতে পারে!

পাঠকের মতামত

শুধু পড়তে মানা

স্কুলের শিশুরা মেলায় যাচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় উৎসবে সামিল হচ্ছে। একসাথে খেলছে। শুধু একসাথে পড়তে মানা। সন্দেহ হয়, যে শর্তে বিশ্বব্যাঙ্ক সরকারগুলোকে ঋণ দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে, তার মধ্যে স্কুল বন্ধ রাখাটাও কি একটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসাবে আছে? কেন স্কুল বন্ধ রাখতে চাইছে সরকার? বৃহৎ পুঁজিগোষ্ঠী তাদের অলস পুঁজি নিয়ে মহা চিন্তিত। কোথায় বিনিয়োগ করবে? স্বাস্থ্য বেচায় তারা পুরোপুরি সফল। রাতারাতি ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি তাদের সীমাহীন রিটার্ন দিয়েছে। এবার লক্ষ্য শিক্ষা। শিক্ষায় তারা পুঁজি বিনিয়োগ করতে চাইছে। ইতিমধ্যে অনলাইন অ্যাপ বাজার মাতাচ্ছে। কিন্তু বাধা একটাই। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস না করতে পারলে, মানুষ বিকল্প হিসাবে অনলাইন এডুকেশন কিনবে কেন? তাই কোভিড আতঙ্ক কাজে লাগিয়ে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার মেরুদণ্ডকে তারা ভেঙে দিতে চাইছে।

দীর্ঘদিন শিক্ষার সাথে সম্পর্কহীন হয়ে অভিভাবকরা যাতে অনলাইন এডুকেশন নিয়ে ভাবতে বাধ্য হয়, তার ব্লু প্রিন্ট অনেকদিন আগেই রচিত হয়েছিল। তা হলে কি সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা পুরোপুরি উঠে যাবে? না, আপাতত উঠবে না। তা হলে গণবিক্ষোভে জেরবার হয়ে সরকারের গদি টলে যেতে পারে। তাই এমন একটা মধ্যবর্তী কৌশল তারা নিতে পারে, যেখানে মানুষকে শান্ত রেখে ধাপে ধাপে তারা এই সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার কবর খুঁড়ে দেবে। এমনিতেই সরকারি স্কুলে পাশ-ফেল না থাকায় বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অনুরাগ বেড়েই চলেছে। এখন আরও এক ধাপ এগিয়ে তারা স্কুলগুলোকেই স্থায়ী ভাবে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে ফেলেছে। কিছুদিন পরে হয়তো স্কুল খুলবে। কিন্তু এমনভাবে খুলবে যেখানে অভিভাবক মনে করবে, 'এভাবে পড়াশোনা হয় না।'

সূর্যকান্ত চক্রবর্তী
পূর্ব মেদিনীপুর

ওদের যেন না ভুলি

মনে রাখবেন, স্কুল-কলেজ এমনি এমনি খুলছে না। খুলছে এক এবং একমাত্র গণআন্দোলনের চাপে। স্কুল খোলার দাবি জানিয়ে বাঁকুড়ায় গ্রেপ্তার হয়েছিল ডিএসও-র সদস্যরা। মিথ্যে কেসে আটকে রাখা হয়েছিল তাদের। স্কুল খোলার দাবিতে আন্দোলন, অবস্থান, বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন আরও বহু মানুষ, সংগঠন। শিশুসন্তানের হাত ধরে আন্দোলনে এসেছেন উদ্বিগ্ন মা-বাবা। রাজ্যজুড়ে আওয়াজ উঠেছে 'আর নয় গুগল জুম, ফিরিয়ে দাও ক্লাসরুম।'

মনে রাখবেন অমিতের কথা। মালদার অমিত মন্ডল। দু'বছর স্কুল বন্ধ। অভাবের সংসারে একটু সুরাহা হবে বলে রাজস্থানে নির্মাণশ্রমিকের কাজে গিয়েছিল। কর্মস্থলেই দুর্ঘটনায় মারা গেছে অমিত। তার কফিনবন্দী দেহ আসছে বাড়িতে। ক্লাস নাইনের মেধাবী ছাত্র অমিত জেনে গেল না, কয়েকদিন পরেই এইট থেকে টুয়েলভের জন্য খুলে যাচ্ছে স্কুল। অমিতের মা নিশ্চয়ই শুনবেন স্কুল খোলার খবর। দিন যাবে। সংসারের হাজার কাজের মাঝে আড়াল খুঁজে অমিতের মা আঁচলে চোখ মুছবেন। অতলস্পর্শী শোকের সমুদ্রে ডুবে যেতে যেতে তার ডুকরে উঠতে ইচ্ছে করবে, ওগো ইস্কুলটা আরও আগে খুললে তো ছেলেটা এভাবে চলে যেত না?

মুর্শিদাবাদের সেই মেয়েটির কথা মনে রাখবেন। কদিন আগে মেয়ে স্কুলে আসে না কেন খোঁজ নিতে শিক্ষকরা পৌঁছে গেছিলেন তার বাড়িতে। রুগ্ন অসুস্থ মেয়ে তখন পাঁচমাসের অন্তঃসত্ত্বা। নিজেদেরই ভাত জোটে না ঠিক করে, তাও মদ্যপ বাবার অত্যাচার থেকে কোনওমতে বাঁচিয়ে মেয়েকে সামলে রেখেছেন মা। একপেট খিদে নিয়ে শীতের রোদে গা এলিয়ে বসে মেয়েটি দেখবে, মাঠের আলপথ ধরে আবার ইস্কুল যাচ্ছে তার বন্ধুরা। পিঠে রংচটা ব্যাগ, পায়ে ছেঁড়া চটি। স্কুলের কথা, বন্ধুদের কথা ভেবে চোখ ফেটে জল আসবে তার। স্মার্টফোন কিনতে না পারার হীনমন্যতায় যে মেয়েটি যে ছেলেটি শেষ করে দিল নিজের জীবন, বিহারে কাজ করতে গিয়ে ম্যানহোলে পড়ে মারা গেল যে দুই স্কুলছাত্র, তার ক্ষতিপূরণ দেবে কোন সরকার, কোন পাড়ার শিক্ষালয়?

এই দু'বছরে বিশ্বে নতুন করে আট কোটি লোক গরিব হয়েছে। ২০২১-এর ডিসেম্বরে ভারতে কর্মহীন লোকের সংখ্যা ৫৩ মিলিয়ন। আর কয়েকশো গুণ মুনাফা বাড়িয়ে নিয়েছেন আম্বানি আদানি। হু হু করে বেড়েছে 'বাইজুস', 'আনঅ্যাকাডেমি', 'টিউটোপিয়া'র ইউজার সংখ্যা আর লাভের অঙ্ক।

আপনার সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে আপনি যতটা আনন্দ পান, অমিতের মা-ও ঠিক তেমনই পেতেন। আমার আপনার সন্তানের মতোই ওই মেয়েটিরও পূর্ণ অধিকার ছিল স্কুলে ফেরার, শেখার। এই পৃথিবীর অমল আলোয় আনন্দে বাঁচার।

অমিতদের যারা বাঁচতে দিল না, তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চারে বলতে পারার নামই মানবজীবন।

সঙ্ঘমিত্রা চট্টোপাধ্যায়, দমদম

একচেটিয়া মালিকদের লুঠের স্বার্থে কোপ মোবাইল গ্রাহকদের ঘাড়ে

সম্প্রতি মোবাইল ফোনের ভয়েস এবং ইন্টারনেট উভয় ক্ষেত্রে ব্যাপক মাশুল বৃদ্ধি সাধারণ মানুষকে প্রবল চাপে ফেলেছে। ১৯৯৫ সালে শুরু হয়ে মোবাইল পরিষেবা টু-জি, থ্রি-জি, ফোর জি, হয়ে এখন ফাইভ জি পরিষেবার দোরগোড়ায়। প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে মোবাইলের ব্যবহারেও পরিবর্তন হয়েছে। এখন শুধু কথা বলাই নয়, নানা ধরনের বার্তা, ছবি, ভিডিও ইত্যাদির দেওয়া-নেওয়া, প্রশাসনিক ও ব্যাঙ্কের কাজ, সমাজ মাধ্যমের যোগাযোগে মোবাইল অপরিহার্য। গ্রাম-শহরের নিম্নবিত্ত-গরিব মানুষ জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে অনলাইন শিক্ষা সহ নানা দিকে এর ব্যবহার বহুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। যে ভাবে ভারত সরকার ডিজিটাল ইন্ডিয়া, পেপারলেস ইন্ডিয়ার কথা বলছে তাতে আগামী দিনে মোবাইল ও ইন্টারনেট পরিষেবা ব্যবহার আরও বাড়বে। ফলে মোবাইল আজ উচ্চবিত্তের বিলাসের উপকরণ নয়, সাধারণ মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পরিষেবা।

বিশ্বায়নের বিষবৃক্ষ

আজ ভারতের টেলিকম ক্ষেত্রটি কার্যত বেসরকারি একচেটিয়া মালিকদের কুক্ষিগত। খনি, ভারিশিল্প, রেল, ডাক, বিদ্যুৎ, টেলিকম সহ যে ক্ষেত্রগুলিতে প্রচুর বিনিয়োগ লাগে, স্বাধীনতার পর ভারত সরকার পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব দিতে জনগণের টাকায় সেগুলি গড়ে তুলেছে। কিন্তু ১৯৯০-এর দশকে বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের আর্থিক নীতি গৃহীত হলে এই ক্ষেত্রগুলিকে বেসরকারি হাতে বেচে দেওয়া শুরু হয়। সুকৌশলে প্রশ্ন তোলা হল সরকার কেন ব্যবসা করবে? বলা হল এর ফলে প্রতিযোগিতা বাড়বে, ফলে দাম খুশি মতো বাড়বে না। এর জন্য নেওয়া হল দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। সরকারি ক্ষেত্রে পরিষেবার মান নামিয়ে দাও, প্রয়োজনে অন্তর্ঘাত করে লাভজনক সরকারি সংস্থাগুলিকে লোকসানের দিকে নিয়ে যাও, যাতে সেগুলি অতি সহজেই বেসরকারি লুটেরাদের হাতে তুলে দেওয়া যায়। টেলিকম পরিষেবার ক্ষেত্রেও সরকার এই নীতি নিয়ে চলছে।

বিএসএনএলকে খতম করার পরিকল্পনা

১৯৯৫ সালে বেসরকারি কোম্পানিগুলিকে মোবাইল পরিষেবার লাইসেন্স দেওয়া হলেও ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকম (ডিওটি)-কে সরকার মোবাইল পরিষেবার অনুমতি দেয়নি। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে অটলবিহারী বাজপেয়ী নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার টেলিগ্রাম মন্ত্রক থেকে বাইরে এনে তৈরি করে ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড বা বিএসএনএল। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছিল বিএসএনএল-এর আর্থিক স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত করা হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ঠিক এর বিপরীত। সরকারি টেলিকম নীতিতে সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হলেও ২০০২ সালে মোবাইল পরিষেবা চালু হওয়ার সাত বছর বাদে বিএসএনএল-কে এই ক্ষেত্রে ব্যবসা করার লাইসেন্স দেওয়া হল। বেসরকারি মোবাইল কোম্পানিগুলো মেট্রো ও বড় শহরে ব্যবসা করলেও প্রত্যন্ত এলাকায় টু জি, থ্রি জি পরিষেবা ছড়িয়ে দিতে গেলে বিএসএনএল-কে প্রয়োজন। তাই সাত বছর বাদে বিএসএনএল-কে সুযোগ দেওয়া। এই সাত বছরে সরকারি সহযোগিতায় শিল্পপতি অনিল আম্বানির রিলায়েন্স কমিউনিকেশন সহ বেসরকারি মালিকরা শুধুমাত্র হাজার হাজার কোটি টাকা মুনাফা করল তাই নয় এই পরিষেবার বাজার অনেকটা দখল করার দৌড়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেল। কিন্তু যন্ত্রাংশের আধুনিকীকরণের জন্য বিএসএনএল সরকারের কাছে বারবার আবেদন করলেও তা বাতিল করে দেওয়া হয়। ২০১৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সিএনবিসি টিভি-১৮ কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী রবিশংকর নিজেই বলেন, সরকার চায়নি বলেই সরকারি কোম্পানি বরাত পায়নি।

ফোর-জি স্পেকট্রাম নিলামেও ব্রাত্য বিএসএনএল

ভারতের টেলিকম জগতের ছবিটা পাল্টে গেল মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স জিও-র আগমনের পর। ২০১৬-র অক্টোবরে ফোর-জি স্পেকট্রামের নিলামে সরকারেরই পরিকল্পনামাফিক বিএসএনএল-কে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। জিও, এয়ারটেল, ভোডাফোন স্পেকট্রাম পেয়ে গেল। রিলায়েন্স জিও-র ফোর-জির বিজ্ঞাপনে 'পোস্টার বয়' হিসেবে দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। ফোর জি পরিষেবায় বিএসএনএল-কে প্রবেশ করতে না দিয়ে জিও সহ কর্পোরেট মোবাইল অপারেটরদের সহজেই দেশের মোবাইল বাজার করায়ত্ত করানোর জন্যই যে এই পরিকল্পনা, তা বুঝতে টেলিকম বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন আছে কি?

এবার নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে শুরু হল টেলিকম ক্ষেত্রে একচেটিয়াকরণের পরিকল্পনা। পরিষেবা শুরু করার দিন থেকে মুকেশ আম্বানির জিও আগ্রাসী রূপ নিয়ে ব্যবসা শুরু করল, যার উদ্দেশ্য অন্য প্রতিযোগীদের বাজার থেকে সরিয়ে দিয়ে একাধিপত্য স্থাপন করা। এক্ষেত্রে জিও আইন ভাঙলেও সরকার কিছুই করেনি।

'ট্রাই' কাঠের পুতুল

এই বেআইনি কাজে যাদের হস্তক্ষেপ করার কথা সেই টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (ট্রাই) সম্পূর্ণ নীরব। তৎকালীন টেলিকম সেক্রেটারি জে এস দীপক এতে আপত্তি করলে সরকার তাঁকে সরিয়ে দেয়। শুধু তাই নয় জিও-র স্বার্থে সরকার ট্রাইকে দিয়ে 'প্রিডেটর প্রাইসিং'-এর সংজ্ঞা পাল্টে দেয়। ২০১৭ সালে জিও গ্রাহক কম ছিল। ফলে জিও-র নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কে কলের সংখ্যা ছিল প্রচুর। তাই জিও-কে অন্য প্রতিযোগী কোম্পানিগুলিকে 'ইন্টারকানেক্ট ইউসেজ চার্জ' (আইইউসি) বাবদ বেশি টাকা দিতে হত। শুধুমাত্র জিও-কে সাহায্য করার জন্য ট্রাই আইইউসি চার্জ ৫৭ শতাংশ কমিয়ে দেয়, ফলে জিও প্রচুর লাভবান হয়।

খাতায় কলমে ট্রাইয়ের কাজ হল দাম নির্ধারণ, নীতি প্রণয়ন, কোম্পানিগুলো আইন মানছে কি না, তা দেখা। সর্বোপরি গ্রাহক স্বার্থ রক্ষা করা। এর অফিসার থেকে কর্মচারী সবাই কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা নিযুক্ত।

সাতের পাতায় দেখুন

কোপ মোবাইল গ্রাহকদের ঘাড়ে

ছয়ের পাতার পর

সরকার না চাইলে এই সংস্থা কর্পোরেটের স্বার্থে আইন পরিবর্তন করতে বা কর্পোরেটকে বেআইনি কাজ করতে দিতে পারে কি? এক দিকে অন্তর্ঘাত করে বিএসএনএল-কে ক্রমাগত সংকটের মধ্যে ঠেলে দেওয়া অন্যদিকে বেসরকারি ক্ষেত্রে প্রতিযোগী কোম্পানির সংখ্যা কমিয়ে একচেটিয়াকরণ এটাই ছিল সরকারি পরিকল্পনা। আর এই পরিকল্পনা রূপায়নে সরকার ট্রাইকে কাজে লাগাল। সরকারের পরিকল্পনা আগামী দিনে ব্যাপক ডিজিটালাইজেশন, অনলাইন শিক্ষা, পেপারলেস ওয়ার্ক সহ নানা কাজে মোবাইলের ব্যবহার বাড়ানো। এমন একটা সময় এই বিষয়গুলো আনা হচ্ছে যখন তিনটে টেলিকম কোম্পানি ছাড়া গ্রাহকদের কাছে বিকল্প কিছু নেই। আসলে আত্মনির্ভর নয়, কর্পোরেট নির্ভর ভারত গড়ে তোলাই সরকারের মূল লক্ষ্য।

দাম বাড়াতে ক্ষতির ভুয়া তত্ত্ব

কিছুদিন আগে প্রথমে এয়ারটেল তারপর ভোডাফোন ও জিও রিচার্জ ও নেট প্যাকেজে ট্যারিফ মূল্য কুড়ি থেকে পঁচিশ শতাংশ বাড়িয়েছে, অজুহাত লোকসান এবং বকেয়া রাজস্ব। তাই দাম না বাড়িয়ে নাকি উপায় নেই। ২০১৯ সালে কোম্পানিগুলো চল্লিশ শতাংশ দামবৃদ্ধির সময়ও একই কথা বলেছিল এবং সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে রিলিফ প্যাকেজ আদায় করেছিল। এবারও তারা একই ভাবে সরকারের থেকে রিলিফ প্যাকেজ আদায় করেছে, একইসাথে মাশুলও বাড়িয়ে নিয়েছে। এইভাবে তারা দুদিক থেকে লাভ করছে।

সত্যিই কি মোবাইল কোম্পানিগুলির লোকসান হচ্ছে? ভারত সরকারের হিসাব পরীক্ষক সংস্থা সিএজি তার রিপোর্টে বলেছে, ২০১০ থেকে ২০১৫ এই পাঁচ বছরে এয়ারটেল, ভোডাফোন, রিলায়েন্স সহবেসরকারি মোবাইল কোম্পানিগুলো ৬১ হাজার ৬৪ কোটি টাকা আয় কম দেখিয়েছে, এর ফলে সরকারের ১২ হাজার ২২৯.২৪ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে (ইকনমিক টাইমস, ২২-০৭-২০১৭)। এর আগেও সিএজি রিলায়েন্স ইনডাসট্রির ইনফোটেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল যে দ্রুত গতির ইন্টারনেট স্পেকট্রামের নিলামে তারা জালিয়াতি করেছে। সিএজি দেশব্যাপী জিও-র এই স্পেকট্রামের লাইসেন্স বাতিলের কথা বলে। সরকার কিছুই করেনি। বর্তমান আর্থিক বছরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কোয়ার্টারে জিও লাভ করেছে যথাক্রমে ৩ হাজার ৭২৮ ও ৩ হাজার ৭৯৫ কোটি টাকা, যা গত আর্থিক বছরের থেকে অনেক বেশি। কোথায় লোকসান? প্রতিদিন মোবাইল কোম্পানিগুলি আয় করে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা। এবার যে মাশুল বাড়ল তার ফলে কোম্পানিগুলির ৪০ শতাংশ আয় বাড়বে এবং ২০২৩ সালের মধ্যে তাদের আয় ৭২ হাজার কোটি টাকা থেকে এক লক্ষ কোটি টাকা বেড়ে যাবে। এবারের মূল্যবৃদ্ধির পর মোবাইল কোম্পানিগুলির গ্রাহক পিছু আয় হয়েছে ১৬০ থেকে ১৬৫ টাকা। তাদের লক্ষ্য এটাকে ২০০ থেকে ৩০০ টাকায় নিয়ে যাওয়া।

প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ গ্রাহক আন্দোলন

ভারত বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম টেলিকম ব্যবসার কেন্দ্র। বর্তমানে দেশে মোবাইল ব্যবহারকারী প্রায় ১১৮ কোটি, এর মধ্যে স্মার্টফোন ব্যবহার করেন প্রায় ৬০ কোটি মানুষ, ইন্টারনেট ব্যবহার করেন প্রায় ৭০ কোটি মানুষ। ক্রমবর্ধমান আর্থিক মন্দায় দেশে ৮৪ শতাংশ মানুষের আয় কমে গেছে। করোনা পরিস্থিতিতে চাকরি হারিয়ে পথে বসেছে কোটি কোটি মানুষ, যারা কাজ করছে তাদের বেতনে কোপ পড়েছে। জীবন-জীবিকার নানা প্রয়োজনে এখন গরিব মানুষকেও অনেক বেশি পরিমাণে মোবাইল ওনেট ব্যবহার করতে হচ্ছে। ব্যবহারকারীর সংখ্যাও বহুল পরিমাণে বেড়েছে। এই অবস্থায় বারে বারে এত ব্যাপক মাশুল বৃদ্ধি কেন? যারা পড়াশোনা সহ বেঁচে থাকার নানা প্রয়োজনে মোবাইল ও নেট ব্যবহার করে, আর কর্পোরেট ব্যবসায়ী যারা ব্যবসার প্রয়োজনে এই পরিষেবা ব্যবহার করে এই দুই ক্ষেত্রে দাম এক হতে পারে কি? তাছাড়া মোবাইল কোম্পানিগুলি ২৮ দিনে মাস ধরায় তাদের বছর ১২ মাসের বদলে ১৩ মাসে হয়। এভাবে গ্রাহক পিছু এক মাসের টাকা তারা অতিরিক্ত আয় করে, যা অনায্য।

এই রকম এক পরিস্থিতিতে যেখানে সরকার এবং ট্রাই কর্পোরেট মোবাইল কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যস্ত সেই অবস্থায় অসহায় গ্রাহকদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পথ নেই। গ্রাহক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য গত ১৯ জানুয়ারি অনলাইন কনভেনশনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে 'মোবাইল ইউজারস ফোরাম'। কর্পোরেট মোবাইল কোম্পানিগুলির মুনাফা-লালসার বিরুদ্ধে এবং সরকারের কর্পোরেট কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা ও বিএসএনএল-কে অন্তর্ঘাত করে শেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সচেতন সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আবেদন জানিয়েছে ফোরাম।

মোবাইল মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদ

সম্প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মদতে মোবাইল কোম্পানিগুলি মোবাইলের মাশুল ব্যাপক হারে বাড়িয়ে দেয়। ২৫ জানুয়ারি এআইডিওয়াইও উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড রাজকুমার যাদব ও এআইডিএসও উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ কুমার এক যৌথ বিবৃতিতে ছাত্র ও যুব সমাজের কাছে মোবাইলের অতিরিক্ত মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সে রাজ্যের জৌনপুর, বারাণসী, প্রতাপগড়, বালিয়া, গাজিপুর, কানপুর, মোরাদাবাদ, লক্ষ্ণৌয়ের সাথে দেশের বিভিন্ন জেলার সাধারণ মানুষ এই দাবিতে অনলাইন বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন।

রামরাজাতলা স্টেশন উন্নয়নের দাবি

দক্ষিণ পূর্ব রেলের রামরাজাতলা স্টেশন ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দিল নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ। ২৫ জানুয়ারি স্মারকলিপি দিয়ে দাবি জানানো হয় স্টেশন ডেভেলপমেন্ট ফি-র নামে ঘুরপথে ভাড়া বাড়ানো চলবে না। নাগরিকরা দাবি করেন, যানবাহন ও মানুষ চলাচলের জন্য লেভেল ক্রসিংয়ে সাবওয়ে নির্মাণ করতে হবে, ভাঙাচোরা রাস্তা সারাতে হবে, হকার ও দোকানদারদের উচ্ছেদ করা চলবে না। সময় মেনে ট্রেন চালানো, শৌচালয় পরিষ্কার রাখা ও স্টেশনের দক্ষিণ প্রান্তে টিকিট কাউন্টার স্থাপনের দাবি জানানো হয়।

জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর গ্রামীণ লোকাল কমিটির প্রাক্তন সদস্য কমরেড সুভাষ মণ্ডল দীর্ঘ রোগভোগের পর ১২ জানুয়ারি রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

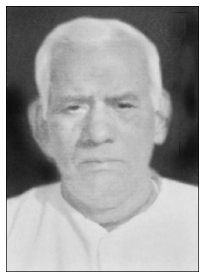

১৯৬৪ সালে এ আই কে কে এম এস-এর পুরুলিয়া জেলা সম্পাদক কমরেড নির্মল মণ্ডলের মাধ্যমে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে প্রথমে কৃষক সংগঠন ও পরে দলের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পেশায় তিনি মাধ্যমিক শিক্ষক ছিলেন। সেই সুবাদে তিনি শিক্ষা তথা শিক্ষক অন্দোলনের সাথেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ৮০-র দশকে গড়ে ওঠা ভাষা-শিক্ষা আন্দোলনে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং এজন্য তাঁকে কারাবরণও করতে হয়েছিল।

তাঁর ছিল সুমধুর অমায়িক ব্যবহার এবং সেজন্য তিনি সকলের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাঁর বাড়িতে নেতা থেকে কর্মী সকলের ছিল অবারিত দ্বার, দলের কর্মীদের তিনি না খাইয়ে ছাড়তেন না। তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নিষ্ঠাবান ও অসীম সাহসী। একবার তৎকালীন শাসক দল সিপিএম-এর দুষ্কৃতীরা আক্রমণ করলে তিনি অসীম সাহসে একা লড়াই করে তাদের পরাভূত করেন। বড় মনের অধিকারী ছিলেন কমরেড সুভাষ মণ্ডল। দলের কাজে ছোটদের উৎসাহ দিতেন। জুনিয়রদের নেতৃত্ব মেনে নিতেও তাঁর কোনও অসুবিধা হত না। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন একনিষ্ঠ ও অনুগত কর্মীকে।

কমরেড সুভাষ মণ্ডল লাল সেলাম

পুরুলিয়া জেলার হুড়া থানার বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড সাধন দাস ২০ জানুয়ারি চাটুমাদার অঞ্চলের মৌরাংডি গ্রামে নিজের বাড়িতে দীর্ঘ রোগভোগের পর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি গ্রামে মুদির দোকানে কর্মচারীর কাজ করতেন। আত্মীয়তার সূত্রে রঘুনাথপুরে তাঁর যাতায়াত ছিল। সময়টা '৬০-এর দশকের শেষভাগ। তৎকালীন এসইউসিআই(সি) কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটবুরোর সদস্য কমরেড প্রীতীশ চন্দের তত্ত্বাবধানে জেলার বিশিষ্ট জননেতা প্রয়াত কমরেড ভাস্কর ভদ্রের নেতৃত্বে, রঘুনাথপুরে জনসাধারণের নানা সমস্যা নিয়ে লাগাতার আন্দোলন চলছে। কমরেড সাধন দাসের মনে এই আন্দোলন রেখাপাত করে। তিনি চাইলেন তাঁর নিজের এলাকা হুড়া থানায় যাতে সংগঠন গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে পুরুলিয়া জেলার বিশিষ্ট সংগঠক প্রয়াত কমরেড জহর ব্যানার্জী ও পরে কমরেড প্রভঞ্জন ভট্টাচার্যের মাধ্যমে দলের আদর্শে প্রভাবান্বিত হন এবং সংগঠনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই সময় জেলাতে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। তিনি সাইকেল জোগাড় করে নিয়মিত ৫০-৬০ কিলোমিটার ঘোরাঘুরি করে হুড়া থানাতে সংগঠন গড়ে তোলার কাজটি করেন। '৬৯ সাল নাগাদ ১০-১২ জন কর্মী-সমর্থক নিয়ে হুড়াতে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ মিটিং করেন। সেই মিটিং থেকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি মুদির দোকানের কাজ ছেড়ে, হুড়া থানার সংগঠন বিস্তারের জন্য কয়েকজন মাত্র কমরেডকে নিয়ে প্রবল উদ্যমে কাজ শুরু করেন। চরম দারিদ্র, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের বাধা এসব সত্ত্বেও শেষজীবন পর্যন্ত পার্টির চিন্তাকে বহন করেছেন। কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের শত অত্যাচারেও দমে যাননি। সেই অত্যাচারের হাত থেকে এলাকায় সংগঠনকে রক্ষা করছেন, এলাকার চাষি-মজুরের আন্দোলন, বাসভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, পাশফেল, ইংরেজি চালু, হাসপাতালে চিকিৎসার দাবিতে ও এলাকায় নানা গণআন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। শুধু দলের কর্মীরা নন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরাও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে কয়েক বছর কাজ করতে না পারলেও দলের চিন্তা ভাবনা বহন করেছেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। প্রতিনিয়ত সংগঠনের কাজকর্মের খবরাখবর নিতেন, পার্টির মুখপত্র সহ অন্যান্য লেখা খুঁটিয়ে পড়তেন। মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে দলের নেতা এবং এলাকার বিভিন্ন স্তরের মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাসভবনে আসেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন সৎ নিষ্ঠাবান সংবেদনশীল একনিষ্ঠ সংগঠককে হারাল।

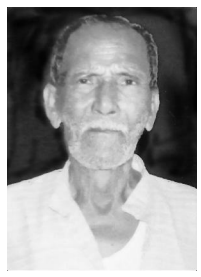

কমরেড সাধন দাস লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

জনমুখী বাজেটই বটে !

অর্থনীতির গভীর মন্দা ও করোনা অতিমারির কোপে চূড়ান্ত জর্জরিত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কেমন 'দরদ', তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট। এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক জনসাধারণের জন্য কী কী উপহার নিয়ে এল এই বাজেট।

একশো দিনের কাজে বরাদ্দ কমল

অতিমারির ধাক্কায় বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রতিদিন দারিদ্রের অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছেন। বেকারি, ছাঁটাইয়ে জেরবার জনজীবন। এই অবস্থায় এবারের বাজেটে বিজেপির অর্থমন্ত্রী মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প তথা একশো দিনের কাজ প্রকল্পের ব্যয়বরাদ্দ প্রভূত পরিমাণে ছেঁটে দিয়েছেন। ২০২০-২১ সালে অতিমারির পরিবেশে এই প্রকল্পের ব্যয়বরাদ্দ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১ লক্ষ ১১ হাজার কোটি টাকায়। পরের বাজেটে সেই বরাদ্দ ছাঁটাই হয়ে দাঁড়ায় ৭২ হাজার ৩৪ কোটি টাকায়, যদিও পরে ডিসেম্বর মাসে বরাদ্দ কিছুটা বাড়ানো হয়েছিল। এবারের বাজেটে অর্থমন্ত্রী এই প্রকল্পে আবার বরাদ্দ করেছেন ৭২ হাজার ৩৪ কোটি টাকা। সাধারণ মানুষ তো বটেই, শিল্পপতিরা পর্যন্ত অর্থমন্ত্রীকে বলেছেন, এর ফলে গ্রামে কেনাকাটার লোকই পাওয়া যাবে না। তবু সরকার নীরব!

বরাদ্দ ছাঁটাই রেশনে

গণবন্টন ব্যবস্থা তথা রেশনে ২০২১-'২২-এর বাজেট বরাদ্দ হয়েছিল ২ লক্ষ ৪২ হাজার কোটি টাকা। অতিমারির প্রভাবে চরম দারিদ্রের কোপে পড়ে অসংখ্য মানুষের যখন দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোগাড় করতে প্রাণান্ত হচ্ছে, মূল্যবৃদ্ধির চাপে মানুষ যখন নাজেহাল, সেই অবস্থায় এবারের বাজেটে গণবন্টন ব্যবস্থায় ব্যাপক ছাঁটাই করে বরাদ্দ করা হয়েছে ২ লক্ষ ৬ হাজার কোটি টাকা। মোদি সরকারের এই নির্মম সিদ্ধান্তে দেশের বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষের জীবনযন্ত্রণা তীব্রতর হবে।

অতিক্ষুদ্র শিল্প সেই তিমিরেই

এদেশে খেটে-খাওয়া মানুষের বিরাট একটা অংশ অতিক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। বাজারের অভাব, লকডাউনজনিত বিধিনিষেধের কারণে অর্থনীতির এই ক্ষেত্রটি ধুঁকছে। কাজ হারিয়েছেন অসংখ্য মানুষ। এই অবস্থায় দরকার ছিল অতিক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রটির দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া। অথচ এই বাজেটে আগের মতোই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সঙ্গেই অতিক্ষুদ্র শিল্পকে যুক্ত রাখা হল এমএসএমই ক্ষেত্র হিসাবে। আগের বছরই ১০০ কোটি টাকা পুঁজির বড় শিল্পকে এমএসএমই গোত্রে ঢুকিয়ে দিয়েছে সরকার। ফলে এবারেও অতিক্ষুদ্র শিল্প ব্যাঙ্কঋণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল।

কৃষি সংক্রান্ত ক্ষেত্র অবহেলিত

মাছ চাষ ও পশু পালনের মতো কৃষি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে বরাদ্দ আগের বছরের তুলনায় বাড়ানো হয়েছে দুই শতাংশেরও কম। মূল্যবৃদ্ধি ধরলে আসলে তা কমেছে। শুধু তাই নয়, গত বাজেটে এই ক্ষেত্রের জন্য যা বরাদ্দ হয়েছিল, প্রকৃত খরচ ততটুকুও হয়নি।

মিড ডে মিলে বরাদ্দ কমল

দেশের বিপুল সংখ্যক শিশু যখন অপুষ্টিতে ভুগছে, তখন মিড ডে মিল খাতে এবারের বাজেটে বরাদ্দ করা হল ১০ হাজার ২৩৩ কোটি টাকা, যা আগের বছরের বরাদ্দের চেয়ে ১ হাজার ২৬৭ কোটি টাকা কম।

শস্য সংগ্রহ, সরকারি গুদামের বরাদ্দ কমল, ছাঁটাই হল সারের ভর্তুকি

চাষিদের কাছ থেকে ধান-গমের মতো খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য বাজেট বরাদ্দ কমানো হয়েছে। এই খাতে আগের বছরের তুলনায় বরাদ্দ কমেছে ১১ হাজার কোটি টাকা। পাশাপাশি ফুড কর্পোরেশনের মতো সরকারি সংস্থার মাধ্যমে শস্য সংগ্রহ ও সেগুলি সংরক্ষণের জন্য সরকারি গুদামের বরাদ্দও এবারের বাজেটে ২৮ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। চড়া দামে সার কিনতে গিয়ে কৃষকদের যখন নাভিশ্বাস উঠছে, তখন বাড়ানোর বদলে সারে ভর্তুকি ২৫ শতাংশ ছাঁটাই করেছে মোদি সরকার।

গ্যাসে ভর্তুকি প্রায় শূন্য

এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে রান্নার গ্যাস, কেরোসিন সহ বিভিন্ন জ্বালানিতে ভর্তুকি প্রায় শূন্যে নামিয়ে এনেছে মোদি সরকার। ২০২০-২১ অর্থ বছরে পেট্রোপণ্যে ভর্তুকি বরাদ্দ হয়েছিল ১৪ হাজার ৭৩ কোটি টাকা। পরে সংশোধন করে তা কমিয়ে আনা হয়েছিল ৬ হাজার ৫১৭ কোটি টাকায়। এবারের বাজেটে তা আরও কমিয়ে করা হয়েছে ৫ হাজার ৮১৩ কোটি টাকা। ফলে গ্যাসে সিলিন্ডার পিছু ভর্তুকি এখনকার ১৯ টাকার থেকেও কমবে।

(সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়, টাইমস অফ ইন্ডিয়া—২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২)

এস ইউ সি আই (সি)-র উর্দু মুখপত্র 'মোর্চা'

"দলের মুখপত্র শুধু যৌথ প্রচারক ও যৌথ আন্দোলনকারী নয়, যৌথ সংগঠক। আন্দোলনের সম্প্রচারের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তার ঐক্য সংহতি গড়ে তুলতে মুখপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।"

—ভি আই লেনিন (হোয়ার টু বিগিন, ১৯০১)

১ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর উর্দু মুখপত্র 'মোর্চা'র আবার যাত্রা শুরু হল। পত্রিকাটি ২০০৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হলেও কয়েকটি সংখ্যার পর এর প্রকাশ ব্যাহত হয়। অথচ, সমাজের নানা স্তরে দলের বিস্তার ঘটছে। এমতাবস্থায় উর্দুভাষী জনগণের মধ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জরুরি প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দলের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও অতিমারিজনিত পরিস্থিতিতে তা ফলপ্রসূ হতে পারেনি। ওই দিন দলের কেন্দ্রীয় দপ্তরে এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল। পত্রিকাটি প্রকাশ করেন দলের পলিটবুরো সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

প্রাইস ইনডেক্সে কারচুপি করে নির্মাণ শ্রমিকদের বেতন বঞ্চনার তীব্র প্রতিবাদ

কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স-এর পরিবর্তন হয়নি এই অজুহাতে 'এক্স' জোনে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করা হয়নি এবং 'বি'জোনে দৈনিক মজুরি প্রতিটি স্তরে মাত্র ৩-৪ টাকা করে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই আদেশনামায় প্রকৃতপক্ষে নির্মাণকর্মীদের সঙ্গে সরকার প্রহসন করেছে। কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স (সিপিআই) নির্ধারণে বহু গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী সরকার অন্তর্ভুক্ত না করায় তা প্রকৃত মূল্যবৃদ্ধি প্রতিফলিত করে না। তাই এই মূল্য সূচকের হ্রাসের ভিত্তিতে মূল্যবৃদ্ধি কমার যে দাবি রাজ্য সরকার করেছেন তা বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মেলে না।

নির্মাণকর্মীদের ন্যূনতম বেতন সংক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদেশনামা প্রসঙ্গে ৬ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন এআইইউটিইউসি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস। তিনি দাবি করেন, এই আদেশনামা অবিলম্বে সংশোধন করতে হবে এবং বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত হারে সকল স্তরে দৈনিক বা মাসিক মজুরি বৃদ্ধি করে নির্মাণকর্মীদের জীবন-জীবিকা রক্ষা করতে হবে। তাঁর দাবি, বৈজ্ঞানিকভাবে 'সিপিআই' নির্ধারণের জন্য সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

শ্রমমন্ত্রীকে স্মারকলিপি পরিচারিকা সমিতির

সমস্ত পরিচারিককে রেশন দিতে হবে, আধার কার্ড বা টিপ সইয়ের মিল নিয়ে হয়রানি করা চলবে না, হাসপাতালের ওষুধ কমানো চলবে না, 'সাসফাউ'-এর সুবিধা সকলকে দিতে হবে, পাড়ায় পাঠশালা নয়, অবিলম্বে প্রথম শ্রেণি থেকেই স্কুল খুলতে হবে প্রভৃতি ৮ দফা দাবিতে ৩১ জানুয়ারি সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির পক্ষ থেকে শ্রমমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। বিস্তৃত আলোচনা শেষে মন্ত্রী বেশ কিছু দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

গণদাবীর গ্রাহক হোন

গ্রাহক মূল্য ঃ

বাৎসরিক ১৫০ টাকা

সডাক - ১৬৫ টাকা

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com